দৈনিক খবর

তারিখ 18 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অভিযোগ

সরকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের পরিবর্তে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে

।। স্টাফরিপোর্টার ।।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জাকসু'র ভিপি কর্তৃক ১০ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়েরের ঘটনা প্রমাণ করে সরকার এ চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের পরিবর্তে প্রশ্রয়দান অব্যাহত রেখেছে। ক্ষমতাসীন মহলের প্রশ্রয় ও মদদ ব্যতিরেকে প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার নায়ক কর্তৃক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এ ধৃষ্টতাপূর্ণ মিথ্যা মামলা দায়ের হয়নি।

গতকাল মঙ্গলবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্লাবে প্রফেসর খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির কার্যকরী কমিটির এক জরুরী সভায় এ কথা বলা হয়। সভায় আরো বক্তৃতা করেন প্রফেসর ইমামউদ্দিন, প্রফেসর মির্জা আমিনুল হক, প্রফেসর জসীম উদ্দিন ও প্রফেসর শরীফ এনামুল কবীর।

সভায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসী চক্র গত ২৯শে

২–এর পাতা ৭ম কঃ দেখুন

সরকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং ঘটনার দু' সপ্তাহেরও অধিক পরে মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগে ১০ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরসহ তাঁদের নানা কায়দায় হয়রানি করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এ ধরনের প্রয়াস কেবল ১০ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধেই নয় বরং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দসহ দেশের সকল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী চক্রের হীন মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। এ ঘটনার তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়ে দেশের সচেতন ও বিবেকবান মহলকে এ সন্ত্রাসী চক্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহবান জানানো হয়।

শিক্ষকবৃন্দ বলেন, ষড়যন্ত্রমূলক ভিত্তিহীন বানোয়াট ও মানহানিকর মামলাটি দায়ের করেছে গত ২৯শে জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত নারকীয় সন্ত্রাসী তান্ডবলীলার হোতা ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সন্ত্রাস দমন আইনে দায়েরকৃত মামলার প্রধান আসামী ছাত্রদলের নেতা ও জাকসু'র সাবেক ভিপি মাসুদ হাছান তালুকদার লিটন। এ আসামীসহ ২১ জন আসামী প্রেস কনফারেন্সসহ প্রকাশ্য তৎপরতায় লিপ্ত থাকলেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেনি। সরকার তাদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিলেও রহস্যজনক কারণে তা কার্যকর হয়নি। এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের পরিবর্তে প্রশ্রয়দান অব্যাহত রেখেছেন। ক্ষমতাসীন মহলের প্রশ্রয় ও মদদ ব্যতিরেকে প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত ঘটনার নায়ক কর্তৃক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কর্তৃক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এ ধৃষ্টতাপূর্ণ মিথ্যা মামলা দায়ের হয়নি বলে সভা মনেকরে।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে এ মামলা প্রত্যাহারপূর্বক মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংকীর্ণ দলীয় মনোবৃত্তি পরিহার করে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা নিরসনে আন্তরিকতা প্রমাণের জন্য এগিয়ে আসুন। একই সাথে ২৯শে জুলাইয়ের ঘটনায় জড়িত এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার প্রধান আসামী জাকসু ভিপিসহ ২১ জন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হোক।

শিক্ষকদের সভায় আরো বলা হয় ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনপূর্বক , যথাশিগগির সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেবার ব্যাপারে যে মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করছেন, সে মুহূর্তে একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী কর্তৃক মিথ্যা মামলা দায়ের অচলাবস্থাকে দীর্ঘায়িতকরণেরই এক অপপ্রয়াস। এ ধরনের সকল অপপ্রয়াস–এর বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে সভা সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে।

আগামী শনিবার শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ সকাল ১০টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে শিক্ষক সমিতির এক জরুরী সাধারণ সভা আহবান করেছে।

অপর এক বিবৃতিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার সমিতি, কর্মচারী সমিতি ও কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারপূর্বক ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহবান